# বেলা শেষের গল্প

হিফজুর রহমান

## মালাকরহীন কাননে ডালিয়া নিলাঞ্জনা - ২২

আগের সংখ্যাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন

"যখন ভাঙলো, ভাঙলো মিলন মেলা ভাঙলো....." রবি ঠাকুরের এই গানটা শুনছে দেবাশীষ সকাল থেকেই, কানে গোঁজা ওর সিডি ম্যান-এর ইয়ার ফোন।

সকালে আজ ও আর নাশতা করতে যায়নি কেবলই আলস্যের কারণে। সকালে এই ব্যাকপ্যাকার্স হোটেলটা নিঝঝুম হয়ে রয়েছে। সারারাতের হট্টগোলের পর কোন ট্যুরিস্ট এখন আর ঘুম থেকে ওঠার কথা নয়। আজ তিন দিন ও কিংসক্রসের এই ব্যাকপ্যাকার্স ডেন-এ আছে। সেদিন রাতে ডালিয়ার সাথে তর্ক-বিতর্কের পর দেবাশীষ আর ডালিয়ার ওয়ারেন রোডের বাসায় থাকেনি। আর কোন বিতর্কও করেনি ওর সাথে। ও বুঝেছে, আবারও সে ডালিয়ার খেয়ালের খোলামকুচি হয়েছে। বাসায় ফিরেই স্যুটকেস, ব্যাগ সব প্যাক করে সোজা এসে উঠেছে এই হোটেলে। ওর পকেটের যে অবস্থা তাতে ওর পরিচিত হোটেলগুলোয় ওঠা কোনভাবেই সম্ভব ছিলনা। আগেরবার কিংসক্রসেই তারকা হোটেল 'ক্রিসেন্ট অন বেইজ ওয়াটার'-এ ছিল। সেবার কিংসক্রস রেল স্টেশনের কাছেই এই হোটেলটা দেখেছিল। কিংসক্রস নটোরিয়াস এলাকা হলেও এই হোটেলটা তুলনামূলকভাবে খরচের তুলনায় অনেক ভালো। একবার আমস্টার্ডামেও এরকমই একটা হোটেলে উঠেছিল ও একরাতের জন্যে। ওটার ভাড়া ছিল অনেক বেশি, দেড়শো গিল্ডার (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা)। কিন্তু, তারপরও হোটেলটা ছিল নোংরা, বসতকারীরা ছিল তার চেয়েও নোংরা। ভোরবেলা ও কমন বাথে স্নান করতে গিয়ে দেখে একটা বেডরুমের দরজা হা করে খোলা। আর তার ভেতর বিছানায় দুই শ্বেতাঙ্গ নর-নারীর নগ্ন দেহ, পরস্পর জড়াজড়ি করে আছে। এসব ট্যুরিস্ট হোটেলে সাধারণতঃ দু'তিনটি রুম মিলিয়ে একটা কমন বাথ ও একটা টয়লেট হয় আলাদা আলাদা। খুব বিড়ম্বনায় পড়েছিল দেবাশীষ সেবার। ভাগ্যিস সেদিনই ওর ঢাকা ফেরার ফ্লাইট ছিল। মনে মনে বলেছিল ও "সস্তার বারো অবস্থা"। আর কোনদিনই এরকম কোন হোটেলে উঠবেনা এরকমই স্থির প্রতিজ্ঞা ছিল ওর। কিন্তু, এবার ডালিয়া প্যাঁচে পড়ে আবারো সেই ব্যাকপ্যাকার্স। তবে, এবারের অভিজ্ঞতাটা তেমন মন্দ নয়।

গতকালই ও এয়ারলাইনের টিকিট কনফার্ম করেছে। এজন্যেই এই ক'টা দিন বাড়তি থাকা হলো সিডনিতে। সেই রাতে ডালিয়া অবশ্য ওকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিল যথেষ্ঠ। দেবাশীষ শোনেনি। কারণ, সে ভেবে দেখেছে এই ছেলেমানুষী খেলার সাঙ্গ হওয়া দরকার। গত ক'টা বছর ধরে ডালিয়া একরকম খেলাই খেলেছে ওর সঙ্গে। এবার এই খেলা বেলা শেষ হওয়া দরকার। নইলে ও আর কোনদিনও সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে পারবেনা। তথাকথিত ভবিষ্যত সুখের জন্যে ও বর্তমানের স্বস্তিটুকুও আর বিসর্জন দিতে রাজি নয়। আর তাছাড়া ডালিয়ার মতো অস্থিরমতি মহিলার পক্ষে নিজের সুখ বিধান করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি অন্য কারো সুখ বিধান করাও সম্ভব নয়। একমাত্র নিজের সুখ বা স্বার্থ ছাড়া আর কোন কিছু সে বোঝে বলে মনে হয়না। তাই সে ওর কাছ থেকে সরে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বলে মনে করেছে। ডালিয়ার কোনপ্রকার প্রতিরোধেই সে কর্ণপাত করেনি।

গতকাল সে বারউডে গিয়েছিল কিছু কেনাকাটা করার জন্যে। অর্ক বা সংসার দুইয়ের জন্যেই সে কিছু না কিছু কেনাকাটা করে দেশের বাইরে গেলে। এবারও বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? অনেকক্ষন সময় কাটিয়েছিল সে বারউডে। কেনা-কাটা করার জন্যে যতোটা না তার চেয়েও বেশি ডালিয়ার খোয়ারি কাটাতে। টুকিটাকি কেনাকাটা করার পর ওখানেই একটা স্যান্ডউইচ দিয়ে লাঞ্চ

সেরে ফেলে ও। বিকেলে একেবারে ঘোর ক্লান্ত হয়ে ক্ষণিকের এই ঘরে ফেরে। তারপর আবার ভিক্টোরিয়া বিটারের স্বাদে ঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়া। সকালে কোন রকমে উঠে দাঁত ব্রাশ করে এক গ্লাস পানি খেয়ে শুয়ে পড়ে আবার। একধরণের ক্লান্তি যেন গ্রাস করে ফেলেছে ওকে। আজ দুপুরেই ফ্লাইট, আবার ঢাকা, আবার সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়।

সিডনি বিমানবন্দর এক হারুশ কারবার। বিশাল বিমানবন্দরটি সর্বক্ষণ যেন ব্যস্ততার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে একটা ট্রলি ধরে ওটার ওপর স্যুটকেসটা তুলে দেয় দেবাশীষ। তারপর ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের চেক-ইন কাউন্টার। অফিসের কাজে ভ্রমণের ফলে অনেক আকাশ মাইল জমা হয়ে আছে ওর অ্যাকাউন্টে। ঢাকা থেকে আসার সময় সেটার উল্লেখ করেনি, এটা ওর ব্যক্তিগত ভ্রমণ বলে। এবার উল্লেখ করতে বাধ্য হলো, একটু আয়েশে ভ্রমণ করার জন্যে। প্রিভিলেজ কার্ড দেখিয়ে বিজনেস ক্লাসে আসন পেয়ে গেল ওএকেবারে ঢাকা পর্যন্ত। একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন দেবাশীষ। বিমান-কন্যাদের কাছে মালপত্র গছিয়ে দিয়ে কফি শপের দিকে রওনা হলো ও। উড়াল দিতে আরো প্রায় দেড় ঘন্টা। তারও আধ ঘন্টা পরে প্লেনের খাবার পাবে। এর মধ্যে ইমিগ্রেশনের ক্ষণিক হ্যাপা আছে। এখন একটু খিদে পাচ্ছে দেবাশীষের। ওটাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্যে সামনের কফি শপে যাবার মনস্থির করলো ও। কাঁধে কেবল ক্যামেরার ব্যাগটা।

চেক-ইন কাউন্টার থেকে ঘুরে কফি শপের দিকে বাঁক নিয়েই থমকে দাঁড়ালো দেবাশীষ। সামনেই ডালিয়া। নির্বাক, ওর দিকে চেয়ে আছে। নিশ্চয়ই এয়ারলাইন্স ডেস্ক থেকে ওর ফ্লাইট শিডিউল জেনে নিয়েছে ও। একবার ভাবলো দেবাশীষ, ওর সাথে কোন কথা বলবেনা চুপচাপ চলে যাবে। পরক্ষণেই মত বদলালো ও। ডালিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ও।

ডালিয়া আমতা আমতা করে বলে, 'আমি অনেক খোঁজার চেষ্টা করেছি তোমাকে, কিন্তু.....'

'কেন? আবার খোঁজাখুঁজি কেন?' চাপাস্বরে বলে দেবাশীষ, 'অনেকতো হয়েছে, আর কতো নাটক করবে?' একটু থেমে আবার বলে, 'আমার খিদে পেয়েছে। কফি শপে যাচ্ছি। ইচ্ছে হলে আসতে পারো।' বলেই সে ডালিয়াকে পাশ কাটিয়ে চলতে থাকে। কফি শপে গিয়ে একটা দুই সিটের টেবিলে গিয়ে বসে একেবারে কোনার দিকে। ডালিয়াও ধীর পায়ে এসে বসে ওর উল্টো দিকে। নতমুখে বসে থাকে ও কোন কথা না বলে।

দেবাশীষ আস্তে করে জিজ্ঞেস করে, 'কফি?' মাথা নাড়ে ডালিয়া ইতিবাচক ভঙ্গীতে। 'আর কিছু?' মাথা নাড়ে ও, না। দেবাশীষ উঠে যায় কিউ ধরার জন্যে। ক্যামেরার ব্যাগটা রেখে যায় টেবিলে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ও একটা স্যান্ডউইচ, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও দু'কাপ কফি নিয়ে আসে। এক কাপ কফি ও ঠেলে দেয় ডালিয়ার দিকে। তারপর গভীর মনোযোগ দেয় স্যান্ডউইচের দিকে। ফাঁকে ফাঁকে এক আধটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। ওটা মূলতঃ ডালিয়াকে উদ্দেশ্য করেই এনেছে ও। বুভুক্ষের মতো স্যান্ডউইচটা শেষ করে কফির কাপ টেনে নেয় নিজের দিকে।

আস্তে করে ডালিয়া জিজ্ঞেস করে, 'খুব খিদে পেয়েছিল, দেব?'

কেবল মাথা নেড়ে হ্যাঁ-বাচক জবাব দেয় দেবাশীষ। ওর কথা বলতে ইচ্ছে করছেনা একেবারে। নইলে বলতো, আদিখ্যেতা আর কি! চুপ করে কফির ফ্রথের দিকে মনোনিবেশ করে।

আবার কথা বলে ওঠে ডালিয়া, 'একটা কথা বলবো, দেব?'

'না,' শক্ত হয় দেবাশীষ, 'কথা অনেকই হয়েছে। আর কোন কথা নয়।' কথাগুলো নির্মমভাবে বলছে দেবাশীষ, কিন্তু বুকের ভেতরটা চুরচুর হয়ে যাচ্ছে একেবারে। মুখ তুলে চায় ও ডালিয়ার দিকে। ওর চেহারায় বিষন্নতা, একটু মালিন্যও আছে। কিন্তু, এর কোন কিছুই দেবাশীষের মনে কোন সাড়া জাগাচ্ছেনা। এক ধরণের বিবমিষায় ভুগতে শুরু করছে ও। এখন ডালিয়া অনুচ্ছেদ শেষ হলেই যেন

বাঁচে ও। আগেও একবার শেষ হয়েছিল। কিন্তু, সেই শেষ হওয়া শেষ পর্যন্ত শেষ না হওয়ায় এই নাটক।

পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণা এলো, এমএইচ.... নং ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জারদের ইমিগ্রেশন ও সিকিউরিটি চেকআপ সেরে বিমানে আসন নিতে হবে। নড়েচড়ে বসলো দেবাশীষ। ক্যামেরার ব্যাগটা টেনে নিলো ও কোলের ওপর।

ডালিয়া বলে ওঠে, 'দেব, আরেকবার ভাবতে পারোনা আমার কথা, আমাদের কথা...'

'তুমিইতো শেষ করে দিয়েছো, আবার নতুন করে ভাবার কি আছে, তাছাড়া,' ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে দেবাশীষ উঠে দাঁড়ায়, 'আমার নতুন কিছু বলার নেই। বড়ো ক্লান্ত আমি।'

ডালিয়া ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। আলতো করে দেবাশীষের বাঁহাতের ওপর হাতটা রাখে ও। তারপর বলে, 'তাহলে এইভাবেই চলে যাবে তুমি?'

'ইয়েস,' বলেই আস্তে করে ডালিয়ার হাতটা নামিয়ে দিয়ে ইমিগ্রেশন ব্যারিয়ারের দিকে এগোয় দেবাশীষ। একবারো পেছন ফিরে চায় না ও।

ইমিগ্রেশনের লোকটা বার বার উল্টে-পাল্টে দেখে পাসপোর্ট। তারপর ওর মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসাটা পরীক্ষা করে আলট্রা ভায়োলেট টর্চ দিয়ে। এরপর মনিটরের সামনে ভিসার বার কোডটা চেপে ধরে ওকে বিদায় করে দেয়। আস্তে করে বলে, 'হ্যাপি জার্নি মাইট।'

'থ্যাঙ্কস।' পাসপোর্টটা ব্যাগের সাইড পকেটে ঢুকিয়ে সিকিউরিটি চেক-এর দিকে চলে ও। এবার একবার পিছু ফিরে চায় ও। দেখে, নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে ডালিয়া। অনেক কষ্টে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করে আবার বোর্ডিং ব্রীজের দিকে। লেখকের পরিচিতি

## *লেখকের কথা*

প্রিয় পাঠক,

এখানেই কাহিনীর শেষ হলে কেমন হয়? মনে কি হয়, শেষ হইয়াও হইলোনা শেষ? আসলে কোন গল্পই কি শেষ হয়, না তার শেষ হতে আছে। তবে, উপন্যাসের ব্যাপ্তির মধ্যে কোন গল্পেরই পুরোটা ধরা যায়না। বা নিয়ম করে কোন গল্প শেষও করা যায়না।

একজন প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক বলেছিলেন, গল্পটা আমি শুরু করি। তারপর কখন যেন গল্পের পাত্র-পাত্রীরা আমার কলম টেনে নিয়ে যায় আমার চিন্তার বাইরে ভিন্ন এক গন্তব্যের দিকে। তার ওপর লেখকেরও কোন নিয়ন্ত্রণ থাকেনা যেন। এইভাবেই গল্প লেখা হয়।

তাহলে এই গল্পের শেষ কোথায়?

এখন দেবাশীষ আবার তার নিজ কোটরে। ঢাকায় তার নিজস্ব জগত। কখনো কখনো দেবদাসের মতো উদাস হয়ে সূরার ওপর বুঁদ হয়ে থাকে দিনের পর দিন। অধিক কারণ বারির কারণে ইসোফেগাল আলসার তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সেদিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপও নেই। অর্কর মায়ায় কখনো কখনো বাস্তবে ফিরে আসার চেষ্টা করে মাত্র।

অর্পিতা সব বুঝেও এখন না বোঝারই ভান করে। একটা কথা ও সুস্পষ্ট বুঝতে পারে, দেবাশীষ আবার ঘরে ফিরে এসেছে। কিন্তু কোন দেবাশীষ?

ডালিয়া সেই সিডনিতেই পড়ে আছে আরো সুন্দর জীবনের মায়ার আকর্ষণে। তার স্বামী লন্ডনে, নতুন করে জীবিকা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ডালিয়ার মেয়ে ঢাকায় তার নিনি ভাইয়ের কাছে থাকে আর মা-

বাবার অপেক্ষা করে। কিন্তু, কখনো মুখ ফুটে বলেনা কিছু। এমনি করেই প্রায় সাত বছর পার হয়ে গেছে। এরই মধ্যে ডালিয়া তার প্রটেকশন ভিসার মামলায় হারতে হারতে একেবারে উচ্চ আদালতে পৌঁছে গেছে। এখনো আশা, ন্যায় ওর পক্ষেই যাবে। ও বুঝতেও চায়না, ন্যায় কারো পক্ষে যায় না, কেবল নিজের পক্ষেই থাকে।

এই তো আমাদের ডালিয়া আর দেবাশীস এবং অন্যদের গল্প। পাঠক নিশ্চয়ই বিশ্বাস করছেন না যে কোন মা কি তার সন্তানকে ফেলে অ্যাতো দীর্ঘ সময় প্রবাসে পড়ে থাকতে পারে?

বাস্তবের মায়েরা পারে কি না জানি না, তবে গল্পের মায়েরা পারে।

চলুন তবে, এখানেই ক্ষান্ত দেই। আমার কথা ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো।

অলমতি বিস্তরেণ

পুনশ্চঃ এটা কেবলই গল্প, অন্য কিছু ভেবে বসবেননা যেন। আর কোন ডালিয়া বা দেবাশীষের সাথে আমার গল্পের ডালিয়া বা দেবাশীষকে মিলিয়ে ফেলতে যাবেন না, ভুল হবে।

"আর নাইরে বেলা ভাঙলো খেলা ধরণীতে....."

লেখকের পরিচিতি জানতে এখানে টোকা মারুন